মুজিবনগরে নৌকা ও ট্রাক প্রতীকের সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা, জরিমানা

নৌকা ও ট্রাক প্রতীক সমর্থনকারী দুই চাচাতো ভাইয়ের বাগবিতণ্ডা। বাগবিতণ্ডায় সৃষ্ট উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে দুই প্রতীকের নির্বাচনী শিবিরে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় পুলিশ আনসার ও বিজিবি সদস্যরা। অতঃপর ভ্রাম্যমান আদালত একজনকে জরিমানা করে। ঘটনাটি ঘটেছে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায়।

আজ শুক্রবার রাতে রিমন ও বাবু ২ চাচাতো ভাই ট্রাক ও নৌকা প্রতীকের সমর্থনে কাজ করা নিয়ে পরস্পরের মধ্যে বাকবিতণ্ডায় জড়ান। এক পর্যায়ে এই বাগবিতন্ডায় সাবেক মেম্বার দিলিপ মল্লিক ও আনন্দ খুড়ি, শিবা মল্লিক এবং তোয়াজ যুক্ত হয়।

এক পর্যায়ে ভবেরপাড়া গ্রামে ২নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি জেমস বাবু মন্ডল অভিযোগ করেন নৌকা প্রতীকের কাজ করার কারনে তাকে মারধর করা হয়েছে এবং তার কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় পুলিশ, আনসার ও বিজিবি সদস্যরা।

জেমস বাবু মন্ডল অভিযোগ করে ভ্রাম্যমান আদালতকে বলেন, তিনি ভ্যানে করে বাড়ি যাচ্ছিলেন। এসময় ভবেরপাড়া মোড়ে পৌঁছালে ট্রাক প্রতিকের সমর্থক সাবেক মেম্বর দিলিপ মল্লিক ও আনন্দ খুড়ি, শিবা এবং তোয়াজ আমাকে বলে তুই নৌকা করিস, তোকে ট্রাক প্রতিকে ভোট করতে হবে। এসময় তাকে মারধর করা হয় এবং টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। আসেপাশের লোকজন এসে তাকে উদ্ধার করে। এ সময় তার পকেটে থাকা ৫০ হাজার টাকা হারিয়ে গেছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

অভিযোগ পেয়ে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার আজগর আলী, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুস সাদাত রত্ন, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ উজ্জ্বল দত্ত সহ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়। এবং সাবেক মেম্বার দিলিপ মল্লিক ও আনন্দ খুড়ি,শিবা এবং তোয়াজকে আটক করে।

এ সময় ভ্রাম্যমান আদালত অভিযোগকারী এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাক্ষীদের বক্তব্য শুনে শিবা মন্ডল কে ৫০০ টাকা জরিমানা করে এবং দিলীপ মল্লিক, আনন্দ খুরী ও তোয়াজের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়াতে তাদের ছেড়ে দেয়।

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা শেষে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী রিটার্নি কর্মকর্তা আজগর আলী বলেন, ‘ভুক্তভোগীর বক্তব্য শুনে, ভ্রাম্যমান আদালতে ১৮৬০ সালের দন্ডবিধির একটি ধারাতে অভিযুক্ত শিবা মন্ডলকে ৫০০ টাকা জরিমানা করেছে। এবং ভবিষ্যতে একই কাজ না করতে সতর্ক করেছে।’

সহকারি রিটার্নিং কর্মকর্তা আরও বলেন, ‘বাবু মণ্ডলের আরেকটি অভিযোগ তার পঞ্চাশ হাজার টাকা হারিয়ে গেছে। বিষয়টি ভ্রাম্যমান আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত। এজন্য বিষয়টি নিয়ে থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করার জন্য তাকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ‘

আলমডাঙ্গায় অবৈধভাবে মাটি কেটে বিক্রয়, ব্যবসায়ীকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় খননযন্ত্র (এক্সকাভেটর) দিয়ে অবৈধভাবে মাটি কেটে বিক্রি করার অপরাধে এক ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ শুক্রবার দুপুর ১ টার দিকে উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের যাদবপুর নামক জায়গায় এই অভিযান চালানো হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ। ওই এক্সকাভেটরের মালিক মাটি ব্যবসায়ী হাবিবুর রহমান রঞ্জু। সে একই ইউনিয়নের কুমারী গ্রামের ফারাজি পাড়ার শহিদুলের ছেলে।

এলাকাবাসী ও ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের যাদবপুর গ্রামে গত ১ সপ্তাহ যাবৎ ধান চাষের জমিতে পুকুর

খননের নামে অবৈধভাবে এক্সকাভেটর দিয়ে মাটি কেটে বিভিন্ন ইট ভাটায় বিক্রি করে আসছিলেন। এভাবে মাটি কাটায় আশপাশের বেশ কয়েকটি ফসলি জমি হুমকির মুখে পড়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এলাকাবাসী সহকারী কমিশনার (ভূমি)র কাছে মৌখিক অভিযোগ দেন। এর ভিত্তিতে শুক্রবার দুপুর ১ টার দিকে সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ সরেজমিনে গিয়ে অভিযোগের সত্যতা পান। এ সময় ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে এক্সকাভেটরের মালিক হাবিবুর রহমান রঞ্জুকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে এক্সকাভেটর তুলে ফেলা হয় ।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ জানান, জরিমানার পাশাপাশি এক্সকাভেটরের মালিককে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে চাঁদবিলে টিসিবি পণ্য কান্ড

মেহেরপুরের আমঝুপি ইউনিয়নের চাঁদবিল গ্রামে টিসিবির পন্য নিয়ে ঘটে গেছে তুলকালাম কান্ড।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে মেহেরপুর সদর উপজেলা যুবলীগের যুগ্ন আহ্বায়ক সৈয়দ হাবিবুল্লাহ সহ আরো কয়েকজন অভিযোগ করে বলেন বিনা কার্ড টিসিবির পন্য বিতরণের মাধ্যমে নৌকায় ভোট চাওয়া হচ্ছে। একই সাথে নারীদেরকে একটি করে শাড়ি উপহার দেয়া হচ্ছে।ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি কাশেম ও তার ছেলে ৩ নং ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক তারিক টিসিবির পণ্য ট্রাক থেকে নামিয়ে তাদের বাড়িতে মজুদ রেখে ভোট চাওয়ার জন্য বিতরণ করছে।

ঘটনা শুনে সেখানে গণমাধ্যম কর্মীসহ মেহেরপুর সদর উপজেলার এসিল্যান্ড মাঝহারুল ইসলাম ও সদর থানার ওসি শেখ কনি মিয়া উপস্থিত হন।

সরজমিনে দেখা যায় সেখানে তারা কিছু চাল, এক প্যাকেট মসুর ডাল ও ২ লিটার তেলের একটি বোতল জব্দ করে রেখেছে। তারা অভিযোগ করে অনেকেই সেখান থেকে চাল ডাল শাড়ি নিয়ে যাচ্ছে শুনতে যেয়ে তিন

নম্বর ওয়ার্ডের ওহাবের স্ত্রী শামসুন্নাহারের কাছ থেকে চাল, মসুর ডাল ও টিসিবির লোগো সম্বলিত সয়াবিন তেলের বোতল কেড়ে নেন।

শামসুন্নাহার মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান, তিনি তারিকের বাসায় কাজ করেন। এবং টিসিবি পন্য কেনার জন্য তিনি তাকে ৪৭০ টাকা দিয়েছিলেন। ঐ পন্য নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে পন্যগুলো তার কাছ থেকে কেড়ে নেন হাবিব।

একপর্যায়ে সেখানে মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ ও সদর উপজেলা এসিল্যান্ড উপস্থিত হন। তারা উপস্থিত সকলের বক্তব্য শুনে পন্যগুলো জব্দ করেন। তবে এসময় সদর এসিল্যান্ড ও পুলিশ গণমাধ্যম কর্মীদের ভিডিও ধারনে বাধা দিলে হঠাৎ কিছু উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

এ সময় জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করলে তিনি জানান ভিডিও ধারনে কোন বাধা নেই। পরবর্তীতে এসিল্যান্ড মাঝহারুল ইসলাম আবারো বলেন মোবাইল কোর্টের কার্যক্রমের ভিডিও ধারন করা যায় না। তিনি আরও বলেন রিটার্নিং কর্মকর্তা টিসিবি ডিলারসহ সব পক্ষের সাথে কথা বলে সিদ্ধান্ত ও মোবাইল কোর্টের রায় জানাবেন।

বাড়িবাঁকায় দোকান মালিকের কোটি টাকা উত্তোলণ করে লাপাত্তা বিক্রয় প্রতিনিধি

মেহেরপুরে স্যার ও কীটনাশক ব্যবসায়ীর নামে বাজার থেকে প্রায় কোটি টাকা উত্তোলন করে চম্পট দিয়েছে এক বিক্রয় প্রতিনিধি।

বিক্রয় প্রতিনিধি সাইফুল ইসলাম (২৬) মেহেরপুর সদর উপজেলার বাড়িবাঁকা গ্রামের জয়নালের ছেলে। বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহজামাল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের বাড়িবাকা গ্রামের আবির ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারী আল মামুন। তিনি সার ও কীটনাশক ব্যবসায়ী। তিনি কয়েকটি কোম্পানির ডিলার হিসেবে মেহেরপুর জেলার

বিভিন্ন দোকানে সার ও কীটনাশক সরবরাহ করেন। বাড়িবাকা গ্রামের জয়নালের ছেলে সাইফুল ইসলাম তার দোকানে বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে ২ বছর যাবৎ কর্মরত। ২৪ ডিসেম্বর থেকে সাইফুল নিরুদ্দেশ থাকায় মামুন বিভিন্ন স্থানে তার খোঁজ নিতে থাকেন।

একপর্যায়ে তিনি জানতে পারেন সাইফুল মেহেরপুরের বিভিন্ন সার ও কীটনাশক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে তার প্রতিষ্ঠানের নামে ৬০ লক্ষাধিক টাকা অগ্রিম হিসেবে উত্তোলন করেছেন।

সাইফুলের পরিবারের কাছে তার সন্ধান নিতে গেলে পরিবারের লোকজন অসংলঘ্ন কথা বলাতে মামুন তার ব্যবসায়িক পার্টনারকে বিষয়টি জানাই। মামুনের ব্যবসায়িক পার্টনার মোবাইল ফোনে সাইফুলের সাথে কথা বললে সাইফুল তাকে জানায়, তার বাবা তাকে আত্মগোপনে যেতে বলেছে। এরপর থেকে সাইফুলের মোবাইল ফোনটিও বন্ধ আছে। উপায়ান্তর না পেয়ে মামুন এরপর সদর থানায় সাইফুলের বিপক্ষে একটি অভিযোগ দাখিল করেছে। অভিযোগটি গ্রহণ করা হয়েছে বলে মেহেরপুর থানা সূত্রে জানা গেছে।

বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহজামাল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন,মামুন ও তার স্ত্রী আমার কাছে এসেছিল। তাদের কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখে আমি কয়েকজন ব্যবসায়ীর সাথে কথা বলি। ব্যবসায়ীরা আমাকে জানায় সাইফুল তাদের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা উত্তোলন করেছে। গতকাল সাইফুলের বাবা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে তার জন্ম নিবন্ধন সনদ উত্তোলন করেছে।

আল মামুন মেহেরপুর প্রতিদিনের সাথে কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি বলেন বাজার থেকে ৭০ লাখ টাকা উত্তোলন করা সহ দোকানের আরও প্রায় অর্ধ কোটি টাকার ক্ষতি সাধন করেছে সাইফুল। কিছুদিন আগে সে নতুন পাসপোর্ট করেছে। আমার আশঙ্কা সে বিদেশে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। যেকোনো সময় সে বিদেশেও চলে যেতে পারে। বিষয়টি নিয়ে আমি মেহেরপুর সদর থানায় অভিযোগ করেছি।

মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ কনি মিয়া বলেন, টাকা আত্মসাৎ করে পালানোর বিষয়ে একটি অভিযোগ থানায় জমা পড়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সরকারি চাকরিজীবী হয়ে নির্বাচনী প্রচারণা, ডা. অলোককে আবারও শোকজ

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ সরাসরি আওয়ামী লীগ প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেওয়ায় মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আলোক কুমার দাসকে শোকজ করেছে নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটি।

গতকাল বুধবার বিকালে প্রফেসর আব্দুল মান্নানের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে এবং প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পেয়ে মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান এবং মেহেরপুরের যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক এইচ এম কবির হোসেন এই শোকজ করেন।

শোকজ নোটিশে ডা. অলক কুমার দাস কে সরকারি করতে হয়েও চাকরিবিধি পরিপন্থী কর্মকান্ডে যুক্ত হওয়া এবং নির্বাচন আচরণবৃষ্টি ভঙ্গ করে প্রচারণা করার কারণ ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে। একইসঙ্গে বিভিন্ন স্থানে স্বতন্ত্র প্রার্থীকে ভারতের দালাল ও ভারতের প্রার্থী বলার কারণ জানতে চাওয়া হয়েছে।

নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে আগামী ৩০ ডিসেম্বর বেলা ১২ টার সময় স্বশরীরে হাজির হয়ে তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়েছে।

গাংনীতে দুটি নির্বাচনী অফিসে

জরিমানা

নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করায় মেহেরপুরের গাংনীতে স্বতন্ত্র ও আওয়ামী লীগ প্রার্থীর নির্বাচনী অফিসকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বুধবার (২৭ ডিসেম্বর) রাতে গাংনী সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম এ অভিযান পরিচালনা করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, গাংনীর চৌগাছা স্বতন্ত্র প্রার্থীর (ট্রাক প্রতীক) অফিস ও গাংনী বাগানপাড়ায় আওয়ামী লীগ প্রার্থীর (নৌকা) নির্বাচনী অফিসে আলোকসজ্জা ও দেয়ালে পোস্টার সাঁটানোর কারণে প্রত্যেক অফিসকে জাতীয় সংসদ নির্বাচন আচরণবিধি ২০০৮ এর ৭ (খ) ও ৩৮ ধারায় ৫ হাজার টাকা করে মোট ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

এ সময় গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম ভ্রাম্যমাণ আদালতকে সহযোগিতা করেন।

জীবননগরে ডিবি পুলিশের অভিযানে দুইশ পিচ ইয়াবাসহ আটক ২

চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে দুইশ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ দুইজনকে আটক করেছে।

আজ বৃহসপ্রতিবার সকাল ৬টার সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান, পিপিএম-সেবার নির্দেশে চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবির) অফিসার ইনচাজ মোঃ ফেরদৌস ওয়াহিদের নেতৃত্বে এসআই (নিঃ)/ সুমন্ত বিশ্বাস, জেলা গোয়েন্দা শাখা, চুয়াডাঙ্গা সঙ্গীয় অফিসারএএসআই (নিঃ)/ মোঃ আবেদুর রহমান সহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে জীবননগর উপজেলার মোল্লাবাড়ির গ্রামের মোঃ শওকত আলীর তেলের দোকানের সামনে

জীবননগর-দর্শনাগামী পাঁকা রাস্তার উপর হতে মহেশপুর উপজেলার তালসার গ্রামের মিজানুর রহমানের ছেলে মোঃ মেহেদী হাসান (২৬) এবং উথলী গ্রামের তোয়াজ উদ্দিনের ছেলে মোঃ জহুরুল ইসলামকে (২৫) দুইশ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ আটক করে । আটককৃত আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে জীবননগর থানায় নিয়মিত মামলা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার হরিশপুরের ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার ১

চুয়াডাঙ্গা সদরের বেগমপুর-হরিশপুরের আজিজুলকে ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

আজ বুধবার তাকে চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা পুলিশ গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃত আজিজুল চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন বেগমপুর ইউনিয়নের হরিশপুর উত্তর পাড়ার মৃত আজাদ আলীর ছেলে।

পুলিশ জানায়, আজ বুধবার দুপুর আড়াইটার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ এর নেতৃত্বে গোয়েন্দা শাখার এসআই মোহাম্মদ শিহাব উদ্দিন, এএসআই আবেদুর রহমান সহ সঙ্গীয় ফোর্স মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন কোটালী বাজার- বেগমপুরগামী পাকা সড়কের উপর।

এসসয় সড়কের ফুরশেদপুর কাঁচা রাস্তার উপর হতে আজিজুল (৫২) নামের ব্যাক্তির হেফাজত হতে আমদানী নিশিদ্ধ ভারতীয অবৈধ মাদকদ্রব্য ৩৪ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার সহ তাকে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃত আসামী চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন বেগমপুর ইউনিয়নের হরিশপুর উত্তর পাড়ার বাসিন্দা ও মৃত আজাদ আলীর ছেলে।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়। গতকালই তাকে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

চুয়াডাঙ্গায় গৃহবধুকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার ১

চুয়াডাঙ্গায় গৃহবধুকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে মামলা রুজুর ৩ ঘন্টার মধ্যে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ কর্তৃক অভ্যাসগত সহিংস যৌন নিপীড়নকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন কুতুবপুর (ক্ষিনপাড়া) সাকিনস্থ জনৈক মোঃ রিপন আলীর স্ত্রী মোছাঃ কেয়া খাতুন (২৬) বাদী হয়ে সদর থানায় এসে লিখিত এজাহার দায়ের করেন যে, গত সোমবার রাত এগারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন কুতুবপুর দক্ষিনপাড়ার আত্তাব আলীর ছেলে আসামী মোঃ শফিকুল ইসলাম (৩৩) শ্লীলতাহানি ও যৌন নিপীড়নের ঘটনা ঘটায়।বর্ণিত ঘটনায় চুয়াডাঙ্গা থানার মামলা নং-১৬ মঙ্গলবার ধারা- ১০ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০২০)রুজু হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম-সেবা নির্দেশে চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(সদর সার্কেল), চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ সেকেন্দার আলীর নেতৃত্বে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই(নিঃ) মোঃ ফরিদুল ইসলাম সংগীয় ফোর্সসহ চুয়াডাঙ্গা সদর থানার একটি চৌকস টিম চুয়াডাঙ্গা থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে আসামী মোঃ শফিকুল ইসলামকে গ্রেফতার করে। আসামীকে প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদে চাঞ্চল্যকর বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে।

আসামীর প্রদত্ত স্বীকারোক্ত অনুযায়ী গ্রেফতারকৃত আসামী একজন অভ্যাসগত সহিংস যৌন নিপীড়নকারী। সে রাত্রি বেলায় প্রায়শই এলাকায় বিভিন্ন বাড়ীর আশেপাশে পূর্বে থেকে ওঁৎ পেতে থাকে এবং এ সময় ঘরে কেউ না থাকার সুযোগে গোপনে আসামী তার ঘরে মধ্যে প্রবেশ করে এবং খাটের নিচে লুকিয়ে থাকে। সুযোগ বুঝে তাদেরকে মুখ চেপে ধরে এবং আসামীর চিরাচরিত সহিংস ও হিংস্র আচরণের মাধ্যমে তাদের উপর যৌন

নিপীড়ন চালিয়ে কৌশলে পালিয়ে যায়।

গ্রেপ্তারকৃত এই আসামি কর্তৃক কতজন ভিকটিম তার বিকৃত লালসার শিকার হয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।আসামীকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানান চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

দর্শনা বাড়াদী সীমান্তে বিজিবি-বিএসএফ পতাকা বৈঠক

দর্শনার বাড়াদি সীমান্তে ভারত অভ্যান্তরে বিএসএফের গুলিতে নিহত বাংলাদেশী দু’নাগরিকের লাশ ফেরত দেয়নি বিএসএফ।

আজ বুধবার (২৭ ডিসেম্বর) বিকালে বাড়াদি সীমান্তে দু’দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে আইনী জটিলতার কারণে নিহতের লাশ গ্রহণ করেনি বিজিবি।

অবশেষে পতাকা বৈঠক হতে লাশ নিয়ে ফিরে যায় ভারতীয় বিএসএফ। চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া গ্রামের বেকা রাস্তা পাড়ার হায়দার আলীর ছেলে সাইদুল ও একই পাড়ার শরিয়ত উল্লার ছেলে খাজা মঈনুদ্দিন গুলিবৃদ্ধ হয়ে নিহত হয়। ঘটনার ১২ দিন পর পতাকা বৈঠক অনুষ্টিত হলেও লাশ ফেরত পেলেন না নিহতদ্বয়ের পরিবার।

জানাযায়, চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া গ্রামের বেকারাস্তা পাড়ার হায়দার আলীর ছেলে ১ সন্তানের জনক সাজেদুর রহমান ওরফে সাইদুল ও একই পাড়ার শরিয়ত উল্লার ছেলে ২ সন্তানের জনক খাঁজা মঈনুদ্দিনসহ ৫/৬ জন সঙ্গবদ্ধ চোরাকারবারী গত শনিবার (১৬ ডিসেম্বর) শনিবার সন্ধ্যার পর দর্শনার কামারপাড়া-বারাদী সীমান্তের ৮২/২ এস মেইন পিলারের বাড়াদী পূর্বপাড়া- মাঝেরপাড়া কাঠেরপোল মাঠ নামক স্থান দিয়ে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে ভারত অভ্যন্তরের আনুমানিক ৩০০ গজ কলাবাগান নামক স্থান গোবিন্দপুরে অবস্থান করে।

ওইদিন দিবাগত গভীর রাতে চোরাকারবারীরা ভারতের নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানাধীন ৩২ গোবিন্দপুর বিএসএফ ক্যাম্পের একটি টহল দলের মুখোমুখি হয়।

এসময় বিএসএফ দল চোরাকারবারীদের লখ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুরলে গুলিবৃদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে নিহত হয় সাইদুল ও একই পাড়ার খাঁজা মইনুদ্দিন নামের দুই গরু চোরাকারবারী।

ঘটনার পরদির রবিবার সকালে ভারতের গোবিন্দপুর ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা মরদেহ দুটি পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানায় নিয়ে যায়। ঘটনার পর লাশ ফেরত চেয়ে বিজিবি-বিএসএফ’কে পত্র দিলেও বিএসএফ তাতে সারা না দেওয়ায় লাশ ফেরত পাওয়া যায়নি। দীর্ঘ ১২ দিন পর বিএসএফ লাশ দুটি ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে বিজিবিকে পতাকা বৈঠকের আমন্ত্রন জানায়। বিএসএফের আমন্ত্রনে পতাকা বৈঠকে সারাদেয় বিজিবি।

আজ বুধবার বিকালে দেশের বাড়াদী-ভারতের গোবিন্দপুর সীমান্তের ৮২/২ এস মেইন পিলার সংলগ্ন শূন্য রেখায় দু’দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি-বিএসএফ পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত বৈঠকে আইনী জটিলতার কারণে ভেস্তে যাওয়ায় লাশ ফেরত নিয়েগেছে বিএসএফ।

বৈঠকে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের উপ-সহকারী পরিচালক হায়দার ও বাড়াদী বিওপি ক্যাম্প কমান্ডার দর্শনা থানার এস আই সোহেল রানা সহ সঙ্গীরা এবং ভারতের নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানাধীন গোবিন্দপুরের বাড়াদী বিএসএফ ক্যাম্প কমান্ডার বাপ্পীন মুখার্জী ও কর্মকর্তা সহ সঙ্গীরা।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের পরিচালক লে.কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান বলেন, ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর আইনী জটিলতায় অনুষ্ঠিত পতাকা বৈঠক হতে লাশ ফেরত নিয়েগেছে বিএসএফ।